প্রথম আলো

তারিখ 17 APR 2013
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

ছাত্রকল্যাণ উপদেষ্টাকে অপসারণ

বুয়েটে ছাত্রলীগ ও শিক্ষক সমিতি বিপরীত অবস্থানে

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের বাধার মুখে গতকাল মঙ্গলবারও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস হয়নি। এ নিয়ে তৃতীয় দিনের মতো বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ক্লাস বন্ধ রয়েছে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকল্যাণ উপদেষ্টা দেলোয়ার হোসেনকে অপসারণের দাবিতে অনড় রয়েছেন আন্দোলনকারীরা। তবে বুয়েট শিক্ষক সমিতি এই দাবির বিরোধিতা করেছে।

৯ এপ্রিল ছাত্রলীগের বুয়েট শাখার আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আরিফ রায়হানকে হলে ঢুকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে দুর্বৃত্তরা। গত এক সপ্তাহেও তাঁর জ্ঞান ফেরেনি। চার দিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে 'বুয়েট শিক্ষার্থীবৃন্দ'-এর ব্যানারে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের দেওয়া তালা ঝুলছে। সাত দিন ধরে অবরোধ চলছে ক্যাম্পাসের প্রবেশপথ পলাশী মোড় ও বকশীবাজার মোড়ে।

গতকাল মঙ্গলবার জরুরি সাধারণ সভায় বসে বুয়েট শিক্ষক সমিতি। দাবি মেনে নেওয়ার পরও বুয়েটকে এভাবে জিম্মি রাখার সমালোচনা করেন সমিতির নেতারা।

বুয়েট শিক্ষক সমিতির সভাপতি জয়নুল আবেদিন বলেন, ছাত্ররা উচ্চপর্যায়ের সহযোগিতায় তদন্ত করে বিচার এবং ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন, শিক্ষক সমিতিও এর সঙ্গে একমত। তবে ছাত্রকল্যাণ উপদেষ্টা এখন পর্যন্ত নিয়ম মেনেই তাঁর সব কাজ করেছেন বলে মনে করে শিক্ষক সমিতি।

শিক্ষক সমিতির সভার পর দুপুরে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা বুয়েট মিলনায়তন থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মিছিল নিয়ে তাঁরা উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তাঁরা উপাচার্যের কাছে পুনরায় ছাত্রকল্যাণ উপদেষ্টার পদত্যাগ এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টতায় ঘটনার তদন্ত দাবি করেন। উপাচার্য এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনার আশ্বাস দেন।

এদিকে ৬ থেকে ১২ এপ্রিল ছুটি থাকার পর গত শনিবার থেকে বুয়েটে ক্লাস শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের বাধার মুখে ক্লাস শুরু হয়নি। এ কারণে সেশনজট আরও দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কা করছেন প্রায় এক বছর পিছিয়ে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৮-০৯ সেশনের শিক্ষার্থীরা। আজ বুধবারও ক্লাস হওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকার কথা জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।